প্রতারণার খেলাফত

সাবেক আইএস যোদ্ধা আবু আহমেদ এর স্বীকারুক্তির উপর ভিত্তি করে লেখা:

(The Greatest Divorce in the Jihadi World) এর অনুবাদ

আইএস সৃষ্টির শুরু থেকেই আমরা শুধু শত্রুর মুখ থেকেই আইএস সম্পর্কে শুনে এসেছি। আইএস'র নৃশংসতার কথা বলেছে তারাই যারা ইরাক এবং সিরিয়াতে নিজেরা সরাসরি যুদ্ধ করেছে, আইএস এর বর্বরতায় যাদের জীবন বিপদাপন্ন হয়ে পড়েছে, যারা আইএস এর হিংস্রতা থেকে মুক্তি পেতে চায় এবং যারা আইএস'র মৌসুমি যোদ্ধা। কিন্তু ঘটনার মোড় ঘুরতে শুরু করেছে। নিচের এই লেখাটি আইএস এর যোদ্ধা 'আবু আহমেদ' নামের এক সিরিয় যুবকের জবানবন্দী, যিনি আইএস'র বর্বরতার প্রত্যক্ষদর্শী, যিনি মাসের পর মাস আইএস'র স্বদেশী, বিদেশী ভয়ংকর যোদ্ধাদের সাথে একসাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। কয়েকটি পর্বে বিভক্ত অনন্য এই লেখাটিতে আবু আহমেদ নিখুঁতভাবে এবং আন্তরিক দৃষ্টি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, আল-কায়েদার ভিত্তি ব্যবহার করে কিভাবে আবু বকর আল-বাগদাদি সিরিয়াতে ইসলামিক স্টেটের বিস্তার ঘটালেন, এবং কিভাবে খেলাফতকে মারাত্মক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলেন। আবু আহমেদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে কিছু নাম এবং তাদের বিবরণ ইচ্ছাকৃতভাবেই গোপন করা হয়েছে।

আইএস যেভাবে সৃষ্টি হল

সিরিয়াতে চলমান গৃহযুদ্ধের মত বিশৃঙ্খলায় অংশগ্রহণ করা নিয়ে আবু আহমেদকে কখনো বিচলিত মনে হয়নি। সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের এক মফস্বল শহরের রক্ষণশীল এবং ধার্মিক আরবিয় সুন্নি মুসলিম পরিবারে আবু আহমেদের জন্ম। ২০১১ সালের মার্চে সিরিয়াতে যখন প্রেসিডেন্ট বাসার আল-আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয় আবু আহমেদ তখন ছাত্র। সরকার বিরোধী আন্দোলনের প্রথম দিন থেকেই সে বিদ্রোহী গ্রুপে যোগ দেয়। আবু আহমেদ বলতে লাগল, "মিশরের আরব বসন্তের পরে লিবিয়াতে কি ঘটে দেখার জন্য আমাদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা এবং উৎকণ্ঠা ছিল। আমরা ভেবেছিলাম আমাদের দেশে কোনদিন বইবে না পরিবর্তনের হাওয়া"।

২০১২ সালের মাঝামাঝি যখন জন-জোয়ার জনযুদ্ধে রূপ নিলো ততক্ষণে আবু আহমেদের হাতে উঠে এসেছে অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। আবু আহমেদ নিজের অজান্তেই যুদ্ধে জড়িয়ে গেল, সম্বিত ফিরে পেয়ে নিজেকে দেখতে পেল যুদ্ধের ময়দানে মিশে গেছে জিহাদি মতাদর্শের একটি বিদ্রোহী গ্রুপের সঙ্গে। যোদ্ধাদের বেশিরভাগই সিরিয়ার নাগরিক, তবে পবিত্র জিহাদে অংশ নিতে ইউরোপ এবং মধ্য এশিয়া থেকেও এসেছে কিছু যুবক। যোদ্ধাদের নিয়মিত এক যুদ্ধের ময়দান থেকে আরেক যুদ্ধের ময়দানে ঘুরে বেড়াতে হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই আবু আহমেদের যোদ্ধাদলকে নাম পরিবর্তন করতে হয় অথবা মিশে যেতে হয় অন্যকোন জিহাদি দলে। এভাবেই তারা ছড়িয়ে যেতে থাকে। ২০১৩ সালের বসন্ত জাগরণে আইসিল (ISIL- Islamic State of Iraq and Levant) আনুষ্ঠানিকভাবে সিরিয়ার কিছু অংশের নিয়ন্ত্রণ নিলে জিহাদি গ্রুপ এবং নুসরা ফ্রন্টের যোদ্ধাদের মাঝে উত্তেজনা শুরু হয়। ২০১৪ সালে ISIL গ্রুপ নিজেদের নাম IS-Islamic State পরিবর্তন করে বিশ্বে ইসলাম কায়েমের মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী নিজেদেরকে খেলাফতের দাবিদার

ঘোষণা করে। তখন থেকে আবু আহমেদ আই.এস. এর একজন যোদ্ধা হিসেবে কর্মরত আছে এবং সে এই জিহাদি গ্রুপের অভ্যন্তরীণ আদ্যোপান্ত ইতিহাস এবং যোদ্ধাদের ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত।

আবু আহমেদের সাথে ১৫ মিনিট সময় কাটানোর পর খেলাফতের একজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হিসেবে আমরা তাকে জিহাদি গ্রুপ নিয়ে গভীরভাবে প্রশ্ন করেছিলাম। প্রায় দশমাস সময়ে আমরা প্রায় ১০০ ঘণ্টা আবু আহমেদের সাথে ছিলাম। সে অত্যন্ত ধৈর্য-সহকারে আমাদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল, কিভাবে সে আইএসের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ল, কিভাবে এই জিহাদি সংগঠনটি সুসংগঠিত হল এবং আইএস'র অভ্যন্তরে ইউরোপ থেকে আগত বিদেশি যোদ্ধাদের ভূমিকা কেমন ইত্যাদি। আবু আহমেদের সাথে আমাদের মাঝে মাঝে সপ্তাহব্যাপী একটানা ছয় ঘণ্টার মত সাক্ষাৎকার হয়েছে। আবু আহমেদ আমাদের সাথে কথা বলার জন্য ব্যক্তিগতভাবে ঝুঁকির মুখে ছিল। সে এখনো আইএস'র যোদ্ধা, সেই কারণে আমাদেরকে আবু আহমেদের পরিচয় গোপন রাখার জন্য ঢালাওভাবে অনেক তথ্য গোপন করতে হয়েছে। আবু আহমেদ আমাদের সাথে কেন কথা বলেছিল তার উপযুক্ত কারণ সে আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছিল। তার কারণ, আইএস'র সাথে থাকার পরেও সে এই জিহাদি সংগঠনের সব সিদ্ধান্ত এবং কার্যক্রমের সাথে একাত্ম হতে পারেনি। সে আইএস'র সাথে মিলিত হয়েছিল কারণ তার কাছে মনে হয়েছিল এই অঞ্চলের মধ্যে আইএস সবথেকে শক্তিশালী সুন্নি গ্রুপ। যাইহোক, এই জিহাদি সংগঠনের অতিরিক্ত উগ্রতা এবং হিংস্রতার জন্য তার কিছুটা মোহভঙ্গ হয়েছে। প্রতিপক্ষকে জবাই করে, পুড়িয়ে, পানিতে ডুবিয়ে, শ্বাসরোধ করে হত্যার জন্য আবু আহমেদ আইএস কে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করে। উদাহরণ হিসেবে আবু আহমেদ বলেন, সিরিয়ার আল-বাব শহরের কেন্দ্রে "ফ্রিডম স্কয়ার" বলে একটা জায়গা আছে, আইএস সেখানে একটা খাঁচা স্থাপন করেছে সিরিয়ার জনসাধারণকে সাজা দেয়ার উদ্দেশ্যে। সাধারণত ছোটখাটো অপরাধের সাজা দেয়ার জন্য

এই খাঁচার আয়োজন। যেমন, সিগারেট বিক্রি করাও আইএস নিয়ন্ত্রিত এলাকায় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। কোন অপরাধী কী অপরাধ করেছে তার বিবরণ কাগজে লিখে সেটা তাদের গলায় ঝুলিয়ে একনাগাড়ে তিনদিন খাঁচায় বন্দী করে রাখা হয়। ফ্রিডম স্কয়ারের নাম এখন "পানিশমেন্ট স্কয়ার" হয়ে গেছে। আবু আহমেদ বলতে লাগলেন, "এই ধরণের জঘন্য শাস্তি আমাদের জন্য ভালো কিছু বয়ে আনবে না, আইএস কে মানুষ এখন ঘৃণা করে। আমরা মনে করেছিলাম আইএস সব জিহাদি গ্রুপকে একটা কালো পতাকার তলে সমবেত করতে সক্ষম হবে, কিন্তু বাস্তবে সেটা সম্ভব হয়নি। গ্রুপগুলোর মাঝে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বিবাদ লেগেই আছে।

আবু আহমেদ ইউরোপের বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস থেকে আসা বিদেশি যোদ্ধাদের খুব পছন্দ করেন। তারা সবাই ইউরোপের উন্নত দেশে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করত। তাদের সামাজিক নিরাপত্তার কোন অভাব নেই, কিন্তু তারা জিহাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ জীবন নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে চলে এসেছে। এই জিহাদিরা যখন স্বেচ্ছায় স্রোতের বিপরীতে চলে এসেছে, তখন সিরিয়ার লাখ লাখ মানুষ যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে বিশাল অংকের টাকা ব্যয় করে চোরাপথে ইউরোপের শরণার্থী শিবিরে একটু ঠাই পাওয়ার জন্য লাইন দিচ্ছে। অথচ, এই বিদেশী যোদ্ধারা ইসলামের জন্য জিহাদ করতে তাদের পরিবার, বাড়িঘর, যথাসর্বস্ব জায়গাজমি, নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ সুখের জীবন ছেড়ে সিরিয়ার মানব সৃষ্ট ভয়াবহ দুর্যোগে চলে এসেছেন। আমাদেরকে সাহায্য করতে এসেছেন। আমাদেরকে সাহায্য করতে গিয়ে এই মানুষগুলো সত্যি সত্যিই তাদের সর্বস্ব কোরবান করে দিয়েছেন।

কিন্তু জিহাদি গ্রুপের বিভক্তি দেখে আবু আহমেদের খুব দ্রুত মোহভঙ্গ হয়। তার প্রথম কারণ, আইএস সব জিহাদি গ্রুপগুলোকে একত্রিত করতে পারে নি বরং গ্রুপগুলোর মাঝে অন্তর্দ্বন্দ্ব তালগোল পাকানো বিশৃঙ্খলা বাড়িয়েছে, বাড়িয়েছে আশংকা। আবু আহমেদের কাছে মনে হয়, আইসিস শক্তিশালী

নুসরা ফ্রন্টকে ভেঙে দিয়েছে আর সিরিয়ার জিহাদি গ্রুপগুলোকে দুর্বল করে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, আবু আহমেদ দেখতে পেলেন কিছু বিদেশী যোদ্ধা আসলে ধর্মোন্মাদ। বেশিরভাগই মরক্কো বংশোদ্ভূত বেলজিয়াম এবং নেদারল্যান্ডের উশৃঙ্খল যুবক। ইসলাম সম্পর্কে তাদের কাছে কোন ধারনাই নাই। না পারে ঠিকমত পড়তে কোরআন, না পারে নামাজ। এরা ইউরোপে বেশিরভাগই ছিল কর্মহীন, পারিবারিক বন্ধনহীন। ইউরোপের মূলধারার শিক্ষা এদের মাঝে নেই। বাস করত শহরের অনুন্নত বস্তি এলাকায়, হয়ত বেঁচে ছিল কোনক্রমে সোশ্যাল বেনিফিটের টাকায় আর এদের প্রায় সবাই ছোটখাটো ক্রাইমে আগে থেকেই যুক্ত ছিল। এইসব ধর্মোন্মাদদের মধ্যে কোন ধর্মেরই জ্ঞান নেই। জীবনে কোরআনের একটা আয়াত পড়েছে কিনা সন্দেহ। ইউরোপের সালাফি মসজিদে ওয়াহাবি ইমামের বয়ান শুনে হঠাৎ করে তাদের মনে জ্বলে উঠেছে দোজখের আগুন। ইউরোপের শুঁড়িখানায় আর ডিসকোতে কাটানো উচ্ছন্নে যাওয়া এইসব যুবকদের জন্য সিরিয়ার যুদ্ধ হল রোমাঞ্চকর ভ্রমণকাহিনী অথবা পাপে ডুবে যাওয়া জীবনে অনুশোচনা করার সহজ মাধ্যম। কিন্তু কিছু কিছু বিদেশী যোদ্ধা আছে যারা ইউরোপে প্রকৃত অর্থেই ধর্মীয় আদর্শে জীবনযাপন করত এবং তারা সত্যিকার জিহাদের ডাকে সাড়া দিতেই সিরিয়াতে পাড়ি জমিয়েছে।

বেলজিয়াম থেকে আগত জিহাদি আবু সায়াফ প্রায়ই জবাই করার কথা বলত। সে একদিন তার দলনেতা আবু আল-আথির আল আবসিকে জিজ্ঞেস করল, “সে কী কখনো একজনকে শিরশ্ছেদ করতে পারবে? তার বহু দিনের ইচ্ছা সে মানুষের মাথা হাতে করে নিয়ে আসবে”। বর্তমানে সিরিয়ার মানুষ তাকে ‘আল-থাবা’ বা জবাইকারী হিসেবে চেনে। যে কোন যুদ্ধে ‘সত্য’ প্রথম আক্রান্ত হয়। আবু আহমেদ আইএস সম্পর্কে আমাদেরকে যা কিছু বলেছে তা এত বেশি অবিশ্বাস্য যে আমাদেরকে তার কথার সত্যতা যাচাই করতে হয়েছে। সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে আমরা আবু আহমেদকে কিছু প্রশ্ন করেছিলাম। ইউরোপ থেকে আগত অনেক আইএস জিহাদিকে

আবু আহমেদ ব্যক্তিগতভাবে চেনে। সিরিয়ার উদ্দেশ্যে ইউরোপ ছেড়ে যাওয়া মোটামুটি ৫০ জনের তালিকা এবং তাদের ছবি আবু আহমেদকে দিয়ে বললাম, দেখুন তো এই ছবির মানুষদেরকে চিনতে পারেন কিনা?

ইউরোপ থেকে আগত জিহাদি যোদ্ধাদের সব খুঁটিনাটি তথ্য আবু আহমেদের নখ দর্পণে। শুধু ছবি দেখে আমাদের সামনেই ইন্টারনেট বা পারিপার্শ্বিক কোন সাহায্য ছাড়াই আবু আহমেদ প্রায় ৩০ জন জিহাদির আদ্যোপান্ত বলে দিলো। সাথে সাথে সে জিহাদিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলে যাচ্ছিল। অন্য ছবিগুলো সম্পর্কে আবু আহমেদ কিছুই জানে না বলে জানিয়েছিল। আবু আহমেদ তার ল্যাপটপ থেকে ডাচ, বেলজিয়াম এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে সিরিয়াতে আগত জিহাদিদের কিছু গোপন ছবি এবং ভিডিও আমাদেরকে দেখিয়েছিলেন যেগুলো অনলাইনে পোস্ট করা হয়নি। জিহাদি গ্রুপের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকার কারণেই এমন ছবি বা ভিডিও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। আইএস'র চরম লোমহর্ষক, বীভৎস, হিংস্র কর্মকাণ্ডের ছবির অন্তরালে কাজ করার প্রমাণও আবু আহমেদের কাছে আছে। ২০১৫ সালে সিরিয়ার প্রাচীন নগরী পালমিরা দখল নেয়ার পর আবু আহমেদ মরুভূমির এই শহরে কিভাবে বিরোধী পক্ষকে জবাই করা হয় সেটা দেখতে বেরিয়েছিলেন। ২০১৫ সালের জুলাই মাসের এক সুন্দর সকালে অস্ট্রিয়া এবং জার্মানি থেকে আগত আইএস জিহাদি প্রাচীন পালমিরা শহরের এক ঐতিহ্যবাহী ভবনের সামনে দুইজন সিরিয়ান সৈন্যকে জবাই করে। পালমিরাতে এমন অনেক প্রকাশ্যে গলা কেটে হত্যা মানুষ হত্যা করা হয়েছে। আইএস ৪ঠা জুলাই একটা ভিডিও প্রকাশ করে যেখানে দেখা যাচ্ছে পালমিরা নগরীর বিশাল এক মঞ্চে একজন কিশোর জিহাদি ২৫জন সিরিয়ান সৈন্যের গলা কাটছে।

এক সপ্তাহ আগে অনলাইনে প্রকাশিত জার্মান এবং অস্ট্রিয়ান জিহাদিরা যেসব বীভৎস হত্যাযজ্ঞ করেছে আমরা তার কিছু ছবি দেখলাম আবু

আহমেদের কাছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে হত্যার কিছু পূর্বে পিছনে হাতবাঁধা দুই বন্দী, তাদের চোখে কাপড় বাঁধা। আর একটা ছবিতে দেখলাম আইএস'র মিডিয়া উইং জবাই দৃশ্যের ভিডিও ধারণ করছে। আইএস হত্যাযজ্ঞের ছবির অন্তরালের এই ছবি অনলাইনে প্রকাশ করেনি। আবু আহমেদের কাছে আমরা যেসব ছবি দেখেছি তা আর কারো কাছে নেই।

ছবিতে যে দুজন ক্যামেরাম্যান দেখতে পাচ্ছি, তার মধ্যে একজন জার্মান নাগরিক হ্যারি সাফ্রো যে সিরিয়াতে পালিয়ে এসেছে আইএস'র সাথে যোগ দিয়ে জিহাদে অংশ নিতে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার মোহভঙ্গ হয় এবং পালিয়ে আবার জার্মানি ফিরে যায়। জার্মানি পৌঁছালে পুলিশ তাকে জঙ্গিবাদের অভিযোগে আটক করে। বর্তমানে হ্যারি সাফ্রো জেলে আছে। একবার আইএস'র প্রোপাগান্ডা ভিডিওর জন্য কালো পতাকা উড়িয়ে ক্যামেরার সামনে দিয়ে বার বার হেঁটে যাওয়া হ্যারি সাফ্রোর ছবিকে নিউ ইয়র্ক টাইমস তাদের কভার ফটো করেছিল। আবু আহমেদ যে ছবি দেখিয়েছিল আর নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রচ্ছদের মধ্যে পার্থক্য আছে, মতভেদ আছে। কিন্তু সাফ্রো জার্মান পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তিতে বলেন, আইএস'র প্রোপাগান্ডা ভিডিও তৈরিতে তার ভূমিকা ছিল খুবই গৌণ। যদিও আইএস'র প্রোপাগান্ডা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে সে কালো পতাকা বহন করছে, আর ছবিতে দেখা যাচ্ছে সে দুজন সিরিয় নাগরিকের হত্যাকারীর ভিডিও করতে ব্যস্ত। আবু আহমেদ শুধু সিরিয় জিহাদিদের ক্রমশ যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়া দেখেন নি, আরও দেখেছেন আইএস'র উত্থান। নুসরা ফ্রন্ট এবং আইএস'র মধ্যে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে যাওয়া সিরিয় যুদ্ধের অন্যতম দিক। এর ফলে আসাদ বিরোধীদের মাঝে প্রবল বিরোধের ফাটল দেখা দেয় এবং তৃতীয় জিহাদি গ্রুপের উত্থানের সবুজ সংকেত দিয়ে যায়। সেই সাথে আল কায়েদাকে ছাপিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে আবু বকর আল বাগদাদি। আবু আহমদের চোখের সামনে ঘটে যায়, কিভাবে পৃথিবীর দুটি বৃহৎ জিহাদি গ্রুপের মাঝে বিচ্ছেদ তৈরি হয়।

খেলাফতের কাফেলাঃ

২০১৩ সালের মাঝামাঝি আবু আহমেদ একদিন দেখতে পেলেন মজলিশ সুরা আল-মুজাহিদিনের প্রধান কার্যালয়ের সামনে এসে দাঁড়াল এক গাঢ় লাল-বাদামি রঙের গাড়ি। গাড়ি থেকে নামলেন উত্তর সিরিয়া অঞ্চলের কাফর শহরের জিহাদি গ্রুপের নেতা আবু আল-আথির। আবু আহমেদের এক জিহাদি কমান্ডার বন্ধু তার কাছে এগিয়ে এসে কানে কানে বলল, “ভালোভাবে গাড়িটি সার্চ করে দেখো”। গাড়িটির বিশেষত্ব বলে কিছুই নেই। মনোযোগ আকর্ষণ করার মত একেবারে ঝকঝকে নতুনও নয়, আবার লক্ষড়ঝক্কড় মুড়ির টিনও নয়। গাড়িটি অস্ত্র সজ্জিত নয় এমনকি গাড়ির লাইসেন্সের কোন নাম্বার প্লেটও নাই।

গাড়ির ভিতর চারজন মানুষ বসে আছে, আবু আহমেদ কেউকে চিনতে পারলেন না। ড্রাইভারের পিছনে বসে আছে পুরো মাথা কালো কাপড়ে ঢাকা একজন ব্যক্তি। তার কাঁধে কাল রঙের শাল বুকের উপর ঝুলে আছে। তার বড় দাঁড়িতে তাকে ব্যক্তিত্ববান পুরুষ মনে হচ্ছে। ড্রাইভার ছাড়া সবার কোলের উপরেই স্বয়ংক্রিয় ছোট মেশিনগান। আবু আহমেদ দেখতে পেলেন সদর দপ্তরের সামনে কোন অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নাই। বরাবরের মতই শুধু দুজন অস্ত্রধারী সদর দপ্তরের প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে গেল নিরাপত্তা দিতে। সদর দপ্তরের ইন্টারনেট কানেকশন ঠিকঠাক চলছে, আবু আহমেদের কাছে অন্য দিনের থেকে আজকে ভিন্ন কোন দিন মনে হল না। চারজন মানুষ গাড়ি থেকে নেমে সদর দপ্তরের মধ্যে গায়েব হয়ে গেলেন। সেই জিহাদি কমান্ডার আবার এগিয়ে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, একটু আগে কাকে দেখলে জানো? তিনিই আবু বকর আল-বাগদাদি।

২০১০ সালে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইরাকে আল-কায়েদাকে সাথে নিয়ে আবু বকর

আল-বাগদাদি ইসলামিক স্টেট অভ ইরাক (আইএসআই) গঠন করেন। বাগদাদির নিজের স্বীকারোক্তিতেই জানা যায় বাগদাদি, আবু মুহাম্মদ আল-জোলানিকে ২০১১ সালে জিহাদি তৎপরতা সংগঠিত করতে নুসরা ফ্রন্টে পাঠান। ২০১১ সালের শুরুতে আইএসআই এবং নুসরা ফ্রন্ট একসাথে জিহাদ করেছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বাগদাদি আর সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। তিনি ইরাক এবং সিরিয়ার আল-কায়েদার সব জঙ্গিকে একত্র করে দুইটা দেশ দখল করে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন এবং অবশ্যই তিনি হবেন নতুন খেলাফতের খলিফা।

তারপরের পাঁচদিন প্রতি সকালে একনাগাড়ে লালচে বাদামি রঙের গাড়ি বাগদাদি এবং তার ডেপুটি হাজি বকরকে আইএস'র কাফর হামরার সদরদপ্তরে নামিয়ে দিয়ে যেতে লাগল। সূর্যাস্তের আগে আগে ঠিক একই গাড়িতে একই ড্রাইভার বাগদাদিকে সদরদপ্তর থেকে অজানা কোন গোপন আস্তানায় নিয়ে যেত। পরেরদিন সকালে আবার সেই একই গাড়িতে বাগদাদি এবং সঙ্গীকে পৌঁছে দিয়ে যেত।

এই পাঁচদিনে আইএস'র সদরদপ্তরে সিরিয়ার সব জিহাদি গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সাথে বাগদাদি রুদ্ধদ্বার বৈঠক করলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে বেশিরভাগই আন্তর্জাতিকভাবে ঘোষিত ফেরারি আসামী, তারা সবাই মিলিত হয়েছে এক ছাদের নিচে। মেঝেতে ম্যাট্রেস এবং ছোট ছোট কুশন দিয়ে তাদের জন্য আসন পাতা। এখানে তারা বিলাসে ভুনা মাংস, গ্রিল মুরগী, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চা, কোমল পানীয় দিয়ে সকালের নাস্তা আর দুপুরের লাঞ্চ করতো। পৃথিবীর সব থেকে দুর্ধর্ষ ফেরারি আসামি বাগদাদি পেপসি, মিরিন্ডা অথবা অরেঞ্জ ফ্লেভারের সোডা পান করতেন। খেলাফত প্রতিষ্ঠার এই গোপন মিটিংয়ে উপস্থিত হয়েছেন মজলিশ সুরা আল-মুজাহিদিন গ্রুপের আমীর আবু আল-আথীর, মিশরের জিহাদি কমান্ডার মেশাব আল মাসরি, জর্জিয়া থেকে আগত শীর্ষস্থানীয় চেচেন জিহাদি ওমর আল-শিশানি,

লিবিয়ার জিহাদি কমান্ডার ওয়ালীদ আল-লিবি, লিবিয়ার কাতিবাত আল-বাত্তার জিহাদি গ্রুপের আমীর আবেদ আল-লিবি, নুসরা ফ্রন্টের গোয়েন্দা সংস্থার দুজন শীর্ষস্থানীয় কর্তাব্যক্তি এবং বাগদাদির ডানহাত হাজি বকর। আবু আহমেদ এত এত বিগশট জিহাদি কমান্ডার, আমীর, গোয়েন্দা প্রধান দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। মিটিংয়ের বিরতি হলে সে সদর দপ্তরেরকে পায়চারী করে বেড়ায় আর সহযোদ্ধাদের কাছে জানতে চায় মিটিংয়ে কারা এসেছে। আবু আহমেদের প্রশ্নই শেষ হয় না। বাগদাদি কেন ইরাক থেকে সিরিয়া এসেছে? কেন কমান্ডার, আমীর বাগদাদির সাথে বৈঠক করছে? কী এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার জন্য স্বয়ং বাগদাদিকেই উদয়াস্ত মিটিংয়ে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে?

কাফর হামরার মিটিং শুরুর আগে বাগদাদির দেয়া ছোট্ট বক্তৃতায় হয়ত আবু আহমেদের সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। ২০১৩ সালের ৮ এপ্রিল বাগদাদি ঘোষণা দেন, আইসিস সিরিয়াতে বিস্তার লাভ করেছে। নুসরা ফ্রন্টসহ এই অঞ্চলের সব জিহাদি গ্রুপকে আল্লাহর উপর ভরসা করে তাদের কর্তৃত্ব বাগদাদির হাতে অর্পণ করতে হবে। সব জিহাদি গ্রুপকে তাদের পূর্বের নাম পরিবর্তন করে আইসিস নামে পরিচিত হতে হবে। এখানে উপস্থিত শেখ, আমীরদেরকে বলেন জাবাত আল নুসরা এবং জোলানি এসব নাম পরিহার করে সবাই আমার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করুন। আইসিস'র ছায়াতলে মিলিত হোন এবং আপনারা জানেন, খুব শীঘ্র আমরা একটা রাষ্ট্র গঠন করতে যাচ্ছি।

আল কায়েদার সাথে বানোয়াট জোটঃ

বাগদাদির পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য ইরাক এবং সিরিয়ার বিশাল অঞ্চলের সব জিহাদি গ্রুপের মাঝে সমন্বয় দরকার আর বাগদাদির জন্য এটাই সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। উপস্থিত সব আমির, জিহাদি গ্রুপের নেতা আইএস'র নেতা বাগদাদি বোঝালেন তারা ইতিমধ্যেই ওসামা বিন লাদেনের উত্তরসূরি আল কায়েদার নেতা আয়মান আল-জাওয়াহিরির সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে কাজ করছেন। হঠাৎ করেই তারা কিভাবে জাওয়াহিরি এবং আল-কায়েদা ছেড়ে বাগদাদির আইএস এ যোগ দিবে?

আবু আহমেদ আমাদের কাছে বলেছেন, "মিটিংয়ে জিহাদি গ্রুপের আমীর ও শেখরা বাগদাদির কাছে জানতে চেয়েছিল, আপনি কি জাওয়াহিরির সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করছেন?" বাগদাদি তাদের বলেছিলেন, "অবশ্যই আমি জাওয়াহিরির সাথে একাত্ম হয়ে জিহাদ করছি, খেলাফতের আন্দোলনে আল্লাহর পথে নেমেছি। কিন্তু জাওয়াহিরির অনুরোধেই এটা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়া যাবে না। বাগদাদি তাদেরকে নিশ্চিত করেন, তিনি আসলে আল-কায়েদা কমান্ডারের নির্দেশেই কাজ করছেন"।
অন্যদিকে এইসব জিহাদি নেতাদের পক্ষে বাগদাদির কথার সত্যতা যাচাই করার কোন সুযোগ ছিল না। কারণ জাওয়াহিরির সাথে যোগাযোগ করা তাদের জন্য অসম্ভব কাজ। জাওয়াহিরি একজন ফেরারি সন্ত্রাসী। জনসম্মুখে তাকে বিগত কয়েক বছরে দেখা যায় নি। সে হয়ত লুকিয়ে আছে আফগানিস্তানের কোন দুর্গম পাহাড়ের নির্জন গুহায়। হয়ত সে আত্মগোপন করে আছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কোন নিরাপদ আশ্রয়ে। যেহেতু জাওয়াহিরির সাথে বাগদাদির কথার সত্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়, সেহেতু জিহাদি গ্রুপের নেতারা কিছুটা দ্বিধা সত্ত্বেও বাগদাদির সাথে কাজ করতে রাজি হয়ে গেলেন। যদি বাগদাদি জাওয়াহিরির নির্দেশ মেনেই কাজ করে

তাহলে জিহাদি গ্রুপের নেতাদের আইসিসে যোগ দিতে কোন বাধা নেই। জিহাদি নেতারা তাই বাগদাদিকে বললেন, “যদি বাগদাদি নিজেই আইএস গঠন করে তাদেরকে তার দলে ভিড়িয়ে নুসরা ফ্রন্ট নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন, তাহলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সৃষ্টি হবে। আল-কায়েদার মাঝে বিভেদ দেখা দেবে এবং সব জিহাদি গ্রুপের যোদ্ধাদের মাঝে ফিতনা ফ্যাসাদ দেখা দেবে।” তাই সবদিক বিবেচনা করে জিহাদি নেতারা বাগদাদিকে শর্তসাপেক্ষে সমর্থন দিলেন। আবু আহমেদের বরাত দিয়ে আমরা জানতে পারি, জিহাদি নেতারা বাগদাদিকে বলছেন, “তোমার দাবি সত্যি হয় তাহলে আমরা তোমার সাথে আছি”।

তখন বাগদাদি প্রকাশ করলেন তার নীল নকশা। তিনি সিরিয়াতে ইসলামিক স্টেট করার পরিকল্পনা ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন, “মুসলিমদের জন্য আলাদা একটা রাষ্ট্র দরকার। শুধু মুসলিমদের জন্য একখণ্ড অখণ্ড ভূখণ্ড দরকার যেখান থেকে মুসলিমরা তাদের জিহাদ পরিচালনা করতে পারবে এবং একপর্যায়ে সারা বিশ্বে ইসলাম কায়েম করবে, প্রতিষ্ঠিত হবে শরিয়া আইন ও মুসলিম শাসন”। উপস্থিত সবাই বাগদাদির প্রস্তাবনার বিরোধিতা করলেন। আল-কায়েদা শুরু থেকেই রাষ্ট্র চিন্তা না করেই জিহাদ করে আসছে। আল-কায়েদা প্রকাশ্যে কোন ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে না। কোন অজানা জায়গায় লুকিয়ে থেকে হঠাৎ জনাকীর্ণ স্থানে হামলা করে আবার আত্মগোপনের শীত নিদ্রায় চলে যায়। নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনের অনেক সুবিধা আছে। কোন দেশে সন্ত্রাসী হামলা করে লুকিয়ে থাকা যায়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো তাদের টিকিটির দেখাও পায় না, তাদেরকে আক্রমণ করতে পারে না, ফলে তাদেরকে নির্মূল করাও সম্ভব হয় না। মিটিংয়ে জিহাদি গ্রুপের নেতারা বললেন, রাষ্ট্র গঠন করা তো আত্মহত্যার সামিল। শত্রুরা আমাদেরকে সহজেই ধরে ফেলবে, আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবো। সেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অঞ্চল নিয়ে গঠিত রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হবে আমাদের মরণফাঁদ। মজলিস সুরা আল-মুহাহিদিনের আমীর

আবু আল আথীর বাগদাদি আসার আগের তার জিহাদি যোদ্ধাদের বলে দিলেন, আমরা কোন ভূখণ্ড ভিত্তিক রাষ্ট্রের ঘোষণা দিতে চাই না। আমরা এই উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করছি। কেউ কেউ বলতে লাগলেন, রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়া হবে খুবই ভুল সিদ্ধান্ত। আথীর তার দলের লোকদের বললেন, " মানুষ কেমন পাগল হলে এই যুদ্ধাবস্থায় রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা দিতে পারে!" আবু আহমেদ নিশ্চিত করেন, চেচেন জিহাদি নেতা ওমর আল শিশানিও রাষ্ট্র গঠনের প্রশ্নে একই রকম দ্বিধান্বিত ছিলেন। ওসামা বিন লাদেন ঠিক যে কারণে আমেরিকানদের হাত থেকে বাঁচতে বছরের পর বছর লুকিয়ে কাটিয়ে দিয়েছিলেন, সেখানে একটা রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়া মানে হল খুন হয়ে যাওয়ার জন্য শত্রুদেরকে আহ্বান করা।

অনেকে দ্বিধা, বিরোধিতা সত্ত্বেও বাগদাদি তাদেরকে চাপ দিতে লাগলেন। মুসলিমদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনই বাগদাদির একমাত্র লক্ষ্য। বিতর্কের এক পর্যায়ে বাগদাদি বললেন, এখন পর্যন্ত জিহাদিরা কোন নিজস্ব ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে না। আমাদের দরকার নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখার একটি দেশ, দেশের নাগরিক, সরকার পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য আমলাতান্ত্রিক অবকাঠামো। ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে প্রাথমিক ঝড়ের আঘাত সহ্য করতে পারলেই সেটা স্থায়ীভাবে টিকে যাবে। বাগদাদির পরের যুক্তিটা ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং যুক্তিযুক্ত। ইসলামিক স্টেট হবে সারাবিশ্বের সব মুসলিমের নিজের দেশ। আল কায়েদার মত শক্তিশালী জিহাদি সংগঠনের নেতাদেরকেও সব সময় ছদ্মবেশে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। একজন সাধারণ মুসলিমের পক্ষে এই জিহাদে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। বাগদাদি যুক্তি দেখালেন, কিন্তু ইসলামিক স্টেট ঘোষণা করলে সারাবিশ্ব থেকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সমমনা জিহাদিকে আকর্ষণ করা সম্ভব। ইসলামিক স্টেট হয়ে উঠতে পারে চুম্বক ক্ষেত্র। আবু বকর আল বাগদাদি মুসলিম যুবকদের ইসলামিক স্টেটে আগমনকে হিজরতের সাথে তুলনা করলেন। যেমন-ভাবে নবি মুহম্মদ প্রাণ বাঁচাতে মক্কা থেকে মদিনাতে চলে এসেছিলেন।

সমবেত জিহাদি নেতারা গভীরভাবে আলোচনা করতে লাগলেন, নব গঠিত ইসলামিক স্টেট কিভাবে পরিচালিত হবে, নাগরিকদের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক কেমন হবে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কী হবে, এমনকি ধর্মীয় সংখ্যালঘু ইস্যুতে রাষ্ট্রের ভূমিকা কী হবে ইত্যাদি নানা জটিল পৌরনীতি। দিনের পর দিন ক্রমাগত আলোচনার পর এতদিনের দ্বিধান্বিত আথীর, শিশানি, নুসরা ফ্রন্টের দুজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা সবাই বাগদাদির পরিকল্পনার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলেন। নব গঠিত ইসলামিক স্টেট যেন পরিচালিত হয় নুসরা ফ্রন্ট এবং আহরার আল শাম নামের বিদ্রোহী জিহাদি-গ্রুপের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নেতারা এখন বাগদাদির কাছে শুধু এই নিশ্চয়তাটুকু চায়। এই সহজ শর্ত মানতে বাগদাদির কোন আপত্তিই রইল না।

ইসলামিক স্টেট গঠনের পরের স্তরে চলে এলো পারস্পারিক মৈত্রী স্থাপন। নেতারা সব একের পর এক উঠে দাঁড়িয়ে বাগদাদির হাতে হাত মিলিয়ে শপথ বাক্য পাঠ করলেন, “আমি এই-মর্মে একাত্মতা ঘোষণা করছি যে, যেকোনো পরিস্থিতিতে চাপের মুখে, কারো শক্তি প্রয়োগে বিশ্বাসের আমীর আবু বকর আল-বাগদাদি আল কোরায়শীকে ছেড়ে যাবো না। যতদিন নিজের চোখে দেখব তার ঈমান আছে ততদিন তার উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতিতে তার আদেশ মেনে চলবো। তখন বাগদাদি সব কমান্ডারদেরকে তাদের অধীনস্থ কিছু জিহাদি যোদ্ধা দেখাতে বললেন। মজলিস সুরা আল-মুজাহিদিন নেতা আবু আল-আথীর তার দলের বেলজিয়াম, ডাচ এবং ফ্রেঞ্চ যোদ্ধাদেরকে ডাক দিলেন। আবু বকর আল-বাগদাদির কাছে ব্যক্তিগতভাবে আনুগত্য প্রকাশ করেছে এমন বিদেশী যোদ্ধাদের মধ্যে আছে আবু সায়াফ। স্থানীয় মানুষ তাকে “জবাইকারী” হিসেবে পরিচিত, বেলজিয়াম জিহাদি আবু জুবায়ের, ফ্রান্সের জিহাদি আবু তামিমা আল-ফ্রান্সি, চেচেন বংশোদ্ভূত বেলজিয়াম সুদর্শন সোনালী চুলের যুবক আবু শিশান আল-বেলজিকি। শিরশ্ছেদের অভিযোগে আবু শিশান ইতিমধ্যেই বেলজিয়ামে তালিকাভুক্ত ফেরারি আসামি। আমস্টারডাম, ব্রাসেলস বা প্যারিসে ছোটখাটো অপরাধে

যুক্ত এইসব ইউরোপিয়ান সবার কাছে অত্যন্ত গর্বের সাথে মহা উৎসাহে কিভাবে বাগদাদির কাছে কিভাবে আনুগত্য প্রকাশ করেছে প্রকাশ করতে লাগল। দুইদিন পরে আবু আহমেদ আনুগত্য প্রকাশ করলেন আবু আল-আথীরের কাছে।

আইসিসে যোগ দেয়া মানে হল, প্রত্যেক জিহাদি-গ্রুপ, ছোট ছোট দলের জিহাদিরা আর আগের নামে পরিচিত হতে পারবে না। এখন থেকে তারা সবাই আইসিস। এর ফলে সবথেকে বড় ক্ষতিটা হয়ে গেল বোধহয় নুসরা ফ্রন্টের নেতা আবু মুহম্মদ আল-জোলানির। বর্তমান পৃথিবীর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ তার হাত থেকে হাতছাড়া হয়ে গেল। আইসিসে যোগ দেয়ার জন্য জাওয়াহিরির লিখিত কোন দিকনির্দেশনার জন্য আল-জোলানি অপেক্ষা করছিলেন। এবং নুসরা ফ্রন্টের যোদ্ধাদেরকে আইসিসে যোগ দিতে আপাতত নিষেধ করলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা? ততদিনে নুসরা ফন্টের কমান্ডার এবং যোদ্ধারা আইসিসের পক্ষে শুরু করে দিয়েছে। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে আবু আহমেদ আলেপ্পো শহরে গিয়ে দেখতে পেলেন নুসরা ফ্রন্টের ৯০ শতাংশ যোদ্ধা ইতিমধ্যেই আইসিসের নিয়মিত যোদ্ধা। আইসিসে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানানো নুসরা ফ্রন্টের যোদ্ধাদের প্রধান কেন্দ্র তখন হাসপাতাল ভবন। বাগদাদির নতুন সৈন্যরা তাদেরকে হাসপাতাল ছেড়ে দেয়ার আদেশ দিলো। তারা ঘোষণা দিলো, আমরা এখন ইসলামিক স্টেটের প্রতিনিধি। সুতরাং এই ভবন আমাদের, তোমরা এখান থেকে চলে যাও। আইসিস উত্তর সিরিয়ার নুসরা ফ্রন্টের সদরদপ্তর, তাদের অস্ত্রাগারের গোলা, বারুদ সব দখল করে নিলো। কী অবাক কাণ্ড! আল-কায়েদা অধিকৃত সিরিয়ার যোদ্ধারা হঠাৎ করেই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে আইসিসের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে গেল!! একটি নতুন অন্ধকার যুগের সূচনা হয়ে গেল; অন্ধকার যুগের নাম – ইসলামিক স্টেট।

[লেখাটি Foreign Policy তে প্রকাশিত “Present at the Creation” এর অনুবাদ]

যেভাবে আইএস অস্ত্রভাণ্ডার দখলে নেয়

আবু আহমেদ আমাদেরকে শোনালেন, কীভাবে আইসিস বিশ্বের অন্যতম মারাত্মক মরণঘাতী অস্ত্রভাণ্ডার নিজেদের দখলে নিয়ে নিলো সেই লোমহর্ষক কাহিনী। যে অস্ত্র ব্যবহার করেই আইসিস প্রতিষ্ঠার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাসার আল-আসাদের নিয়মিত সেনাবাহিনীকে ধ্বংসের প্রায় দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেয়।

নুসরা ফ্রন্ট এবং আইসিসের মধ্যে মধ্যকার সম্পর্কে ফাটল ধরার মোটামুটি ৪ মাস আগে অর্থাৎ ২০১২ সালের ডিসেম্বরে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে পাহাড়ের উপর অবস্থিত দারাত ইজ্জা শহরের সামরিক ঘাঁটি ‘রেজিমেন্ট ১১১’ আক্রমণ করে ঝাঁকে ঝাঁকে সিরিয় জিহাদি। সামরিক ঘাঁটি দখলের মাত্র পাঁচ মাস আগে বিদ্রোহী জোট দারাত ইজ্জা শহরের নিয়ন্ত্রণ নেয়। বাসার আল-আসাদের অনুগত সেনাবাহিনীর প্রবল প্রতিরোধের কারণেই বার বার আক্রমণ করেও বিদ্রোহী জিহাদি জোট বিগত কয়েক মাসে রেজিমেন্ট ১১১ দখল করতে পারে নি।

২০১২ সালের নভেম্বরে বিদ্রোহী জিহাদিরা রেজিমেন্ট ১১১ প্রথমবারের মত আক্রমণ করলে সিরিয়ান সেনাবাহিনী আবারও সফলভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। প্রতিরোধের মুখে নিহত হয় নুসরা ফ্রন্টের ১৮ জন যোদ্ধা। শীতের আগমনে আবহাওয়া বিরূপ হয়ে গেল। আবহাওয়া যেন সিরিয়ান বিমানবাহিনীর জন্য আরও বেশি বৈরী মনে হল, কিন্তু ডিসেম্বরের তীব্র হাড়-কাঁপানো শীতের হিমেল বাতাসে বিদ্রোহী জিহাদিরা আরও চাঙ্গা হয়ে উঠল। বিদ্রোহী জিহাদি জোটকে আর আটকে রাখা গেল না। সামরিক ঘাঁটির আয়তন এত বিশাল যে চারিদিক থেকে জিহাদি আক্রমণে সব ধরণের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করে দিয়ে দখল করে নিলো আইএস

আর সেই সাথে হাতছাড়া হয়ে গেল সেনাবাহিনীর অস্ত্র ভাণ্ডার। রেজিমেন্ট ১১১ আসলে যেন একটা অস্ত্রের খনি। স্বয়ংক্রিয় মেশিনগান, রকেট লঞ্চার, গোলাবারুদ এবং সামরিক যানবাহনে ভরপুর এক সম্পূর্ণ এক ঘাঁটি। রেজিমেন্ট ১১১ এর মাটির নিচে বাঙ্কারে মজুদ আরও মূল্যবান কিছু – রাসায়নিক অস্ত্রের গুদাম।

এবারের আক্রমণ পরিচালনা করে নুসরা ফ্রন্ট। অগ্রগামী যোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য পিছনে ছিল কয়েকটি ছোট ছোট বিদ্রোহী জিহাদি গ্রুপ। এর মধ্যে অন্যতম লিবিয়া আল-ইসলামের ছোট একটা গ্রুপ কাতাইব মুজাহিরি আল-শাম, মজলিশ শুরা আল-মুজাহিদিন এবং কাতিবাত আল-বাত্তার যারা সবাই লিবিয়ার জিহাদি জঙ্গি গোষ্ঠীর অন্তর্গত। জঙ্গি যোদ্ধারা আগে থেকেই জানত এই সামরিক ঘাঁটিতে লুকায়িত আছে অস্ত্র গোলাবারুদের বিশাল ভাণ্ডার। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি, না খুঁজতেই পেয়ে যাবে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ; গোপন রাসায়নিক অস্ত্রের সন্ধান।

যখন বিদ্রোহী যোদ্ধারা সামরিক ঘাঁটির সীমানার কাছাকাছি পাহাড়ে উঠতে সক্ষম হয় ঠিক তখনি শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ। আবু আহমেদ বললেন, সেদিন আমরা সবাই প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছিলাম। প্রথম আক্রমণে নিহত ১৮ জন নুসরা সহযোদ্ধার শহীদ রুহুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমরা বদলা নেবো। যোদ্ধারা সবাই চিৎকার করছে, এবার আমরা বিজয়ী হবো”।

একদিনের মধ্যেই জিহাদিদের মিলিত শক্তি সিরিয়ান সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর প্রবল গোলাবর্ষণে সব প্রতিরোধ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্পূর্ণ রেজিমেন্ট ১১১ পুরোপুরি জিহাদিদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেলো। অস্ত্র, গোলাবারুদ ছাড়াও বিস্ময়কর-ভাবে মিলে গেল রাসায়নিক অস্ত্রের বিপুল সমারোহ। আবু আহমেদের ধারণা, সেগুলো ছিল ব্যারেল ভর্তি ক্লোরিন, সারিন এবং সালফার গ্যাস। জিহাদিদের মাঝে বন্টিত

হল লুণ্ঠিত অস্ত্র ও গোলাবারুদ। সবাই সাধ্যমত লুটে নিলো যার যা কিছু প্রয়োজন। শুধু নুসরা ফ্রন্ট তাদের দখলে নিলো রাসায়নিক অস্ত্রের মজুদ। আবু আহমেদ দেখতে পেলেন, আল-কায়েদার অনুসারী নুসরা ফ্রন্ট ১০ ট্রাক কার্গো বোঝাই করে ১৫ কনটেইনার ক্লোরিন, সারিন গ্যাস নিয়ে গেল গোপন কোন এক অজানা গন্তব্যে। কিন্তু সালফার গ্যাসের কী হল সেটা আবু আহমেদ বলতে পারলেন না।

তিন মাস পরে সিরিয়ার সরকার পক্ষ এবং বিদ্রোহী জিহাদি গ্রুপ উভয়েই অভিযোগ করল আলেপ্পোর কাছাকাছি খান আল-আসাল শহরে যুদ্ধের সময় রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার হয়েছে এবং দুপক্ষই একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগল। এটাই ছিল সিরিয়ার জনযুদ্ধে প্রথমবারের মত রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার। আন্তর্জাতিক মাধ্যমে প্রকাশ পেল ২৬ জন মানুষ নিহত হয়েছেন; এরমধ্যে ১৬ জন সিরিয়ান সেনাবাহিনীর নিয়মিত সৈন্য এবং ১০ জন বেসামরিক নাগরিক।

রাসায়নিক অস্ত্র হামলা নিয়ে আবু আহমেদ কখনো কারো সাথে কথা বলত না। তারপরে নিভৃতে সিরিয়ান জিহাদি বন্ধুদের সাথে এই বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়েছিল। যদিও তাদের কাছে কোন যথাযথ প্রমাণ নেই তবুও তাদের মনে হয়েছে খান আল-আসাল যুদ্ধে যে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে তার যোগান এসেছে রেজিমেন্ট ১১১ দখল থেকে প্রাপ্ত ক্লোরিন, সারিন, সালফার গ্যাসের জটিল যৌগ। আবু আহমেদ জানতো, সে কোনদিনই এই হামলায় রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের সত্যতা যাচাই করতে পারবে না। কারণ এতদিনে আবু আহমেদ শিখে গেছেন, জিহাদি আন্দোলনের মূল গোপন সূত্র: যা তোমার বিষয় নয়, সে বিষয়ে চুপ থাকো। আবু আহমেদ আমাদেরকে নিশ্চিত করেছিল, “আমাদের মধ্যে কেউ এই বিষয়ে কখনো কোন প্রশ্ন করেনি”।

হামলার পরে তুর্কি বংশোদ্ভূত ডাচ আইএস জিহাদি সালিহ ইলমায রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহারকে বৈধতা দিয়ে তার ব্লগে পোস্ট দেন। তার সেই পোস্টে ইসলামিক স্টেটের সমালোচনা করা হলে তিনি জবাব দেন, জিহাদিরা তাদের শত্রুপক্ষের থেকে রাসায়নিক অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে শত্রুদের উপরেই প্রয়োগ করেছে। পরের আট মাসের মধ্যে আর কোন রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার হয় নি। ২০১৩ সালের এপ্রিলের শুরু থেকেই আবু আহমেদ এবং তার সহযোদ্ধারা আবু বকর আল-বাগদাদীর সাথে সিরিয়াতে আইসিসের কর্মকাণ্ড বিস্তার করতে ব্যস্ত ছিল। আর এদিকে নতুন সৃষ্ট জিহাদি সংগঠন আইএস এবং আল-কায়েদার অনুসারী নুসরা ফ্রন্টের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত ক্রমাগত বেড়েই চলছে। এই সময়টা ছিল সিরিয়ার জিহাদি বিভিন্ন ছোট ছোট দলের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলার সময়। নুসরা ফ্রন্ট যখন আল-কায়েদার উর্ধ্বতন নির্বাহী আদেশের অপেক্ষা এবং আনুগত্য নিয়ে ব্যস্ত ছিল তখন নুসরা ফ্রন্টের অনেক ছোট ছোট দল এরমধ্যেই আইএস'এ যোগ দিতে শুরু করেছে। ভৌগলিক সীমারেখা, সামরিক ঘাটি, অস্ত্র এবং গোলাবারুদ দখল করার এমন অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা এর আগে কখনো দেখা যায়নি।

২০১৩ সালের আগস্টের মাঝামাঝি আবু আহমেদ জানতে পারলেন, নুসরা ফ্রন্ট ত্যাগ করে আইসিসে যোগ দেয়া বিদ্রোহী জিহাদিরাই আসলে রেজিমেন্ট ১১১ থেকে রাসায়নিক অস্ত্র নিজেদের দখলে নিয়ে নেয় এবং খান আল-আসাল যুদ্ধে সেই অস্ত্র প্রয়োগ করে। কী ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ! কিছুদিন আগেও যাদের সাথে একাত্ম হয়ে যুদ্ধ করেছিল, কিছুদিন পরেই তারা শত্রু হয়ে গেল এবং মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করতে তাদের হাত বা হৃদয় কিছু কাঁপে না, মনে আসে না অনুতাপ বা অনুশোচনা।

একদিন হঠাৎ করে কোনরকম ভূমিকা ছাড়াই আবু আল-আথীর যার কাছে আবু আহমেদ আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন তিনি তার কমান্ডারদের কাছে ফাঁস করে দিলেন, "আইসিস সিরিয়ান সেনাবাহিনীর উপর দুইবার

রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করেছিল”। এখানে উল্লেখ্য, আবু আল-আথীর সরাসরি বাগদাদীর কাছে আনুগত্য প্রকাশ করেছিল। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত আবু আল-আথীর তার অনুগত কমান্ডারদের সাথে এমন গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয় তথ্য বলে দিলেন, তখন তার চোখে মুখে একধরণের গৌরববোধের মিশেলে সুখ চকচক করছিল।

আবু আল আথীর বললেন, আমরা যখন এখানে সদরদপ্তরে বসে গল্প করছি তখন আমাদের কিছু ভাই চলে গেছে রাসায়নিক অস্ত্র বোঝাই গাড়ি বোমা নিয়ে, হয়ত এতক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সিরিয়ান সেনাবাহিনীর আল-হামরা চেকপয়েন্টে। আল হামরা চেকপয়েন্ট হামা শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে। হাম শহর এখনো সিরিয়ান সরকার নিয়ন্ত্রিত এলাকা। আইসিস এখন হামা শহর দখলের চেষ্টা করছে। আবু আল-আথীর আইসিসের অন্য একটা রাসায়নিক অস্ত্র হামলার কথা বললেন। আলেপ্পো শহর থেকে কিছু দূরের সিরিয়ান সরকার নিয়ন্ত্রিত মেনাঘ বিমান ঘাঁটিতে আমরা গাড়ি ভর্তি রাসায়নিক অস্ত্র হামলা করেছিলাম। প্রায় এক বছর অবরোধের পর ২০১৩ সালের ৫ আগস্ট মেনাঘ শহরের পতন হয়। এখন মেনাঘ বিমান ঘাঁটি আইসিসের নিয়ন্ত্রণে। তখন আবু আহমেদের আবার মনে পড়ে গেল, এটা কি সেই রাসায়নিক অস্ত্রের মজুদ যার খোঁজ আমরা গত ডিসেম্বরে রেজিমেন্ট ১১১ দখল করে পেয়েছিলাম? বিগত দুইটা রাসায়নিক অস্ত্র হামলা যদি সেই দখল করা অস্ত্রে নাও হয়ে থাকে তারপরেও অস্বীকার করার কোন উপায় নেই, আইসিসের সঞ্চিত অস্ত্র ভাণ্ডারে রাসায়নিক অস্ত্রের মজুদ আছে। প্রায় দুই বছরের অধিক সময় পরে ২০১৫ সালের ৬ অক্টোবর সংখ্যায় আইসিস কীভাবে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের মারিয়া শহরে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে তার উপর নিউ ইয়র্ক টাইমস বিস্তারিত প্রবন্ধ উপস্থাপন করে। নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতে আইসিস মারিয়া শহরে সালফার গ্যাসের বিস্ফোরণ ঘটায়।

তুর্কি বংশোদ্ভূত ডাচ জিহাদি সালিহ ইলমায একজন প্রাক্তন ডাচ সৈন্য। সে এখন আইসিসে যোগ দিয়েছে। সে তার ব্যক্তিগত ব্লগে একবার রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের কথা পোস্ট করেছিল। যদিও ব্লগটি এরপরেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সালিহ ইলমাযের পোস্টে একজন জিজ্ঞেস করেছিল, আলেপ্পো প্রদেশে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের জন্য কেন আইসিসকে দায়ী করা হচ্ছে? তখন সালিহ ইলমায উত্তর দিয়েছিল, “আইসিস কোথা থেকে রাসায়নিক অস্ত্র পেল?” প্রশ্নটা খুব সহজ আর উত্তরও তো জানা। আইসিস রাসায়নিক অস্ত্র পেয়েছে তাদের শত্রুর কাছ থেকে, সেটাই এখন আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছি। নিঃসন্দেহে সালিহ ইলমাযের এই উত্তর খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আইসিস ও আল-কায়েদা জোটে ভাঙন ও সংঘর্ষ

২০১৩ সালে আইসিস প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নিজেদেরকে পৃথিবীর সবথেকে ভয়ংকর জিহাদি জঙ্গি সংগঠন হিসেবে প্রমাণ করার জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে। দুর্ধর্ষ জঙ্গি হিসেবে প্রমাণের আগে অথবা দখলকৃত রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করার আগে আইসিসকে মোকাবেলা করতে হয়েছে এই অঞ্চলে অভিজ্ঞ জিহাদি সংগঠন আল-কায়েদার সাথে।

আল-কায়েদার ঊর্ধ্বতন নেতারা আবু আল-বাগদাদীর একক কর্তৃত্বের দাবি কোনভাবেই মেনে নিতে রাজি ছিল না। বিশেষ করে যখন প্রকাশ হয়ে গেল আল-কায়েদার শীর্ষনেতা আইমান আল-জাওয়াহিরি আবু আল-বাগদাদীকে কোন নির্দেশই দেয়নি এবং বাগদাদী স্থানীয় আল-কায়েদা নেতাদের সাথে মিথ্যাচার করেছে তখন পরিস্থিতি রীতিমত সংঘাতে রূপ নিলো। কাফর হামরায় আইসিসের সদরদপ্তরে আইসিস প্রধান এবং আল-কায়েদার ঊর্ধ্বতন নেতাদের মধ্যকার আলোচিত মিটিংয়ের পর ছোট একটি জিহাদি গ্রুপের নেতৃত্বে স্বল্প পরিসরে কয়েকজন সিরিয়াতে গোপনে পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে যায়। তাদের মনে আশঙ্কা ছিল বাগদাদীর অনুগত বাহিনী সিরিয়াতে তাদেরকে আক্রমণ করতে পারে। এই গ্রুপের কাজ দ্রুত এবং নীরবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আসা। এই গ্রুপটির নাম হল ‘লাজনাত খোরাসান’। তাদেরকে খোরাসান দল বলেও চিহ্নিত করা যায়। গ্রুপের সদস্যরা আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের আল-কায়েদার তৃণমূল অবস্থা থেকে আস্তে আস্তে আজকের শীর্ষ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। আত্মগোপনে থাকা আইমান আল-জাওয়াহিরির পক্ষে তারা সিরিয়াতে এসেছে।

খোরাসান দলে আছে একজন সিরিয়ান। আবু ওসামা আল-সাহাবি নামেই সবাই তাকে চেনে। সে সব সাথীদেরকে যাত্রাপথে অতিরিক্ত নিরাপত্তা

নিশ্চিত করতে বলল। সে অনুমান করেছিল বাগদাদী আল-কায়েদা সমর্থিত নুসরা ফ্রন্টের আমির আবু মারিয়া আল-কাহতানিকে অতর্কিতে হত্যা করার পরিকল্পনা হাতে নিতে পারে। আবু ওসামা আল-সাহাবি দলের অন্যান্য সদস্যদেরকেও সতর্ক করে দিলো। খোরাসান দলের কাজ হল সিরিয়াতে বাগদাদীর আইসিস কতটা শক্তিশালী এবং সিরিয়াতে তাদের কতটা বিস্তার সেটা তদন্ত করা। তাদের তদন্তের ফলাফল জাওয়াহিরিকে দিতে হবে এবং তার উপর ভিত্তি করেই জাওয়াহিরি ইরাক এবং সিরিয়াতে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে সিদ্ধান্ত নেবে। সিরিয়াতে ইতিমধ্যেই আইসিস এবং আল-কায়েদা সমর্থিত নুসরা ফ্রন্টের মধ্যে বিরোধ চরমে পৌঁছে গেছে, এমনকি চলে গেছে নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

খোরাসান দলের অস্তিত্বের কথা ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরের আগ পর্যন্ত কেউ জানতো না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সিরিয়াতে খোরাসান দলের অবস্থান লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালালে সব প্রকাশ পেয়ে যায়। খোরাসান দল তখন তাদের বহুযুদ্ধের পরীক্ষিত যোদ্ধারা বাগদাদীর বিশ্বব্যাপী অতর্কিত হামলা পরিকল্পনার সম্ভাব্যতা নিয়ে তদন্ত করছিলো। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্সের পরিচালক জেমস ক্ল্যাপার তখন এই বিমান হামলার বৈধতা দেয়ার জন্য বলেছিলেন, দেশের নিরাপত্তা বিবেচনায় খোরাসান দল এবং আইএস দুপক্ষই সমান হুমকি এবং ভয়ানক। কিন্তু এই সময়ে খোরাসান দলের যুক্তরাষ্ট্রে হামলার কোন পরিকল্পনা ছিল না। তাদের তখন প্রধান লক্ষ্য ছিল আইএসের দিকে। এরকম সময়ে খোরাসান দলের উপরে হামলা না চালালে ও চলত। প্রতিদিনই আল-কায়েদার অনুগত কোন না কোন জিহাদি দল আইসিসে যোগ দিচ্ছিল। যদি জাওয়াহিরি সিরিয়াতে জিহাদি গ্রুপের আনুগত্য অর্জনে ব্যর্থ হয় অথবা নিদেন পক্ষে অন্তঃকলহ না থামাতে পারেন তবে কিছু দিনের মধ্যেই আল কায়েদা প্রধান জাওয়াহিরি সৈনিক বিহীন জেনারেলে পরিণত হবে।

খোরাসান দলে আছে একজন সিরিয়ান। আবু ওসামা আল-সাহাবি নামেই সবাই তাকে চেনে। সে সব সাথীদেরকে যাত্রাপথে অতিরিক্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বলল। সে অনুমান করেছিল বাগদাদী আল-কায়েদা সমর্থিত নুসরা ফ্রন্টের আমির আবু মারিয়া আল-কাহতানিকে অতর্কিতে হত্যা করার পরিকল্পনা হাতে নিতে পারে। আবু ওসামা আল-সাহাবি দলের অন্যান্য সদস্যদেরকেও সতর্ক করে দিলো। খোরাসান দলের কাজ হল সিরিয়াতে বাগদাদীর আইসিস কতটা শক্তিশালী এবং সিরিয়াতে তাদের কতটা বিস্তার সেটা তদন্ত করা। তাদের তদন্তের ফলাফল জাওয়াহিরিকে দিতে হবে এবং তার উপর ভিত্তি করেই জাওয়াহিরি ইরাক এবং সিরিয়াতে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে সিদ্ধান্ত নেবে। সিরিয়াতে ইতিমধ্যেই আইসিস এবং আল-কায়েদা সমর্থিত নুসরা ফ্রন্টের মধ্যে বিরোধ চরমে পৌঁছে গেছে, এমনকি চলে গেছে নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

খোরাসান দলের অস্তিত্বের কথা ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরের আগ পর্যন্ত কেউ জানতো না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সিরিয়াতে খোরাসান দলের অবস্থান লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালালে সব প্রকাশ পেয়ে যায়। খোরাসান দল তখন তাদের বহুযুদ্ধের পরীক্ষিত যোদ্ধারা বাগদাদীর বিশ্বব্যাপী অতর্কিত হামলা পরিকল্পনার সম্ভাব্যতা নিয়ে তদন্ত করছিলো। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্সের পরিচালক জেমস ক্ল্যাপার তখন এই বিমান হামলার বৈধতা দেয়ার জন্য বলেছিলেন, দেশের নিরাপত্তা বিবেচনায় খোরাসান দল এবং আইএস দুপক্ষই সমান হুমকি এবং ভয়ানক। কিন্তু এই সময়ে খোরাসান দলের যুক্তরাষ্ট্রে হামলার কোন পরিকল্পনা ছিল না। তাদের তখন প্রধান লক্ষ্য ছিল আইএসের দিকে। এরকম সময়ে খোরাসান দলের উপরে হামলা না চালালে ও চলত। প্রতিদিনই আল-কায়েদার অনুগত কোন না কোন জিহাদি দল আইসিসে যোগ দিচ্ছিল। যদি জাওয়াহিরি সিরিয়াতে জিহাদি গ্রুপের আনুগত্য অর্জনে ব্যর্থ হয় অথবা নিদেন পক্ষে অন্তঃকলহ না থামাতে পারেন তবে কিছু দিনের মধ্যেই আল কায়েদা প্রধান জাওয়াহিরি সৈনিক

বিহীন জেনারেলে পরিণত হবে।

খোরাসান দলের ছয়জন যোদ্ধা কাফর হামরাতে আইসিসের সদরদপ্তর পরিদর্শন করেন। কিছুদিন আগেও এটা মজলিস শুরা আল-মুজাহিদিনের সদরদপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আবু আহমেদের সাথে চারজন খোরাসান সদস্যের কথা এবং আলাপ পরিচয় হয়। তারা ছিলেন আবু ওসামা আল-সাহাবি, কুয়েতি জিহাদি মুহসেন আল-ফাদলি। ফাদলির জন্ম এবং বেড়ে ওঠা কুয়েতে এবং সিরিয়ার সারমাদা শহরে ২০১৫ সালের ৮ জুলাই আমেরিকার বিমান হামলায় নিহত হয়। আছে সৌদির নাগরিক সানাফি আল-নাসর এবং আবু ইয়াসির আল জাযরাবি। দুজনেই সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের আল-দানা শহরে ২০১৫ সালের ১৫ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোন হামলায় নিহত হয়। একই হামলায় নিহত আরও একজন জিহাদি। তার নাম ছিল আবু আবদেল মালেক। আবদেল মালেক আল-কায়েদার নেতৃত্ব-স্থানীয়। আবু আহমেদ বললেন, খোরাসান দলের জিহাদিরা ছিলেন অনেক বন্ধুত্বপূর্ণ এবং কোরআন ও ইসলাম সম্পর্কে তাদের গভীর জ্ঞান ছিল। তারা সবাই দীর্ঘ বছর বিন লাদেন এবং জাওয়াহিরির একসাথে ইরান, আফগানিস্তান, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে সুসময়ে দুঃসময়ে অতিবাহিত করেছে।

ফাদলির সাথে খুব বেশি সময় কাটানোর সুযোগ আবু আহমেদের হয়নি। সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের শহর সারমাদায় যখন তাদের দেখা হয় তখনও আবু আহমেদ জানতেন না ফাদলি আল-কায়েদার এত বড় ‘সিনিয়র ফিগার’। কিন্তু দুই বছর পর আবু আহমেদ বিমান হামলায় নিহত ব্যক্তির ছবি দেখে চিনতে পারলেন ঠিক এই লোকের সাথেই তার দেখা হয়েছিল। নিহত ফাদলির ছবি প্রকাশিত হয়েছিল রয়টার্সের একটা আর্টিকেলে। সেখানে ফাদলি সম্পর্কে বলা হয়েছে, “আল-কায়েদার সীমিত যে কয়জন উচ্চ পর্যায়ের নেতা ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে টুইন টাওয়ারে হামলার

পরিকল্পনার কথা জানতো ফাদলি তাদের মধ্যে অন্যতম”। ২০১২ সালে আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট ফাদলির অবস্থান সম্পর্কে তথ্যদাতাকে ৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার পুরষ্কার দেয়ার ঘোষণা দেয়।

আবু আহমেদ খোরাসান দলের দুইজন সৌদি নাগরিককে ভালোভাবে চিনতে পেরেছিলেন। সে একবার মালেক এবং জাযরাবির সাথে একই গাড়িতে করে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের আল-বাব শহরে গিয়েছিলেন। জাযরাবি তখন সিরিয়ার আল-বাবের পাশের শহর লাটাকিয়াতে নুসরা ফ্রন্টের রাজনৈতিক মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন করছিলো। যখন আবু আহমেদ জানতে পারলেন, দুইজনই বিমান হামলায় নিহত হয়েছে তখন তার খুব খারাপ লাগছিল। মানুষ দুইজনকে আবু আহমেদের কাছে আর পাঁচটা মানুষের মত নিতান্ত সাধারণ মনে হয়েছিল। তারা দুইজনই আল-কায়েদার শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিল তবুও তাদের ব্যবহারে, আচরণে কখনো উদ্ধতভাব প্রকাশ পায়নি, কোন অহংকার ছিল না। খোরাসান দলের সকল সদস্যদের মধ্যে সাহাবির সাথে আবু আহমেদের সখ্যতা অনেক বেশি। আল-কায়েদা প্রধান জাওয়াহিরির সাথে সাহাবির সরাসরি যোগাযোগ ছিল। আফগানিস্তান থেকে সিরিয়াতে গোপন পথে আসতে খোরসান দলের সময় লেগেছিল প্রায় দেড় মাস। সাহাবির সাথে ছিল তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী। ফলে এই দীর্ঘ যাত্রাপথ তার জন্য আরও বিপদ সংকুল আর প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ। সাহাবি, আবু আহমেদকে বলেছিলেন, “বিশ বছর ধরে আমি জিহাদের পথে, সুতরাং বিপদ আমার জন্য নতুন কিছু নয়”।

খোরাসান দলে তাদের কাজ ছিল মূলত রাজনৈতিক। তাদের দায়িত্ব ছিল কাফর আল-হামরাতে পাঁচদিনের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে যেসব জিহাদি কমান্ডার, নেতা ইতিমধ্যে বাগদাদীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন তাদেরকে বোঝানো যে বাগদাদী আসলে তাদের সাথে প্রতারণা করেছে। খোরাসান দল সব জিহাদি নেতাদের বললেন, বাগদাদীর খেলাফতের দাবী ভিত্তিহীন এবং

বানোয়াট। সে জিহাদিদের সাথে জালিয়াতি করেছে। জাওয়াহিরি কখনোই বাগদাদীকে ইরাক থেকে সিরিয়াতে পাঠায়নি। জাওয়াহিরি কখনোই বলেননি, জিহাদি কমান্ডারদেরকে বাগদাদীর প্রতিষ্ঠিত আইসিসের সাথে যোগ দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াই করতে হবে। খোরাসান দলের সামনে খুব কঠিন সময়। কারণ, ক্ষতি যা হবার তা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। অনেকেই আইসিসে যোগদান করে ফেলেছে। যাইহোক, সাহাবি সম্প্রতি আইসিসে যোগ দেয়া একজন গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডারকে সিরিয়া এবং তুরস্কের সীমানার কাছাকাছি একটা শহরে দেখা করার জন্য রাজি করে ফেলল।

সাহাবি সেই গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডারকে বুঝিয়ে বলল, কেন বাগদাদী আইসিস সৃষ্টি করেছে। বাগদাদী আইসিস সৃষ্টি করেছে কারণ, সে বুঝতে পেরেছে অত্র অঞ্চলে নুসরা ফ্রন্ট শক্তিশালী হয়ে উঠবে। সে জানত নুসরা ফ্রন্টের দলনেতা জুলানি এখানের নেতা হিসেবে রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে ফেলবে। সব শুনে কমান্ডার খুব অবাক এবং বিরাট ঝাঁকুনি খেয়ে গেলেন। সাহাবি কমান্ডারকে দ্রুত আইসিস ত্যাগ করার পরামর্শ দিলো। উত্তরে কমান্ডার অবশ্য তেমন কিছু বলে নি। ভয়ানক নীরবতা তার চোখে মুখে। শুধু বলল, “আমি তো ভেবেছিলাম বাগদাদী জাওয়াহিরির প্রতিনিধি হয়ে কাজ করছে তাই বাগদাদীর কাছে কথা দিয়ে ফেলেছি, আমাকে চিন্তা করার সময় দাও। অন্যদের সাথেও কথা বলতে হবে। কিন্তু এখনই আমি হঠাৎ করে আমার অবস্থান থেকে সরে আসতে পারব না”। তবে সে কথা দিলো নুসরার পক্ষে কাজ করবে। সাহাবি বলল, “আমরা জাওয়াহিরির কাছে আমাদের অনুসন্ধান এবং ফলাফল পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছি”।

২০১৩ সালের মে মাসে খোরাসান দল সিরিয়াতে আসার পরে বাগদাদীর মিথ্যাচার প্রকাশ হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আইসিস এবং নুসরা ফ্রন্টের মাঝে কমবেশি সুসম্পর্ক বজায় ছিল। বিদ্রোহী গ্রুপের যোদ্ধা অন্য বিদ্রোহী গ্রুপ নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে চলাচল করতে পারত, এমনকি বিরোধী পক্ষের

সদরদপ্তরেও যাওয়া যেত। সেই সময়ে বিরোধী বা বিদ্রোহী দলগুলো নিজেদের মধ্যকার সমস্যাগুলো শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করার পদক্ষেপ নিচ্ছিল। আবু আহমেদ নুসরা ফ্রন্টের এমন অনেক যোদ্ধাকে চেনেন যারা বছর খানেক সময় ধরে আইসিসের ব্যানারে যুদ্ধ করেছে। যার ফলে আবু আহমেদের জন্য খোরাসান দলের লোকদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল।

কিন্তু যখন ক্ষমতার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে বাগবিতণ্ডা দেখা দিলো তখন আইসিস এবং নুসরা ফ্রন্টের মধ্যে সুসম্পর্কের বদলে দেখা দিলো শত্রুতা এবং অবিশ্বাস। নুসরা ফ্রন্টের নেতারা দেখতে পেলো, আইসিস নুসরা ফ্রন্টের জিহাদিদের একতা নষ্ট করে এবং দুর্বল বানিয়ে সিরিয়াতে সুযোগমত নিজেরা ক্ষমতা দখল করবে। আইসিস সদস্যরা নুসরা ফ্রন্টের সদস্যদের বলতে লাগল তারা জিহাদের ময়দানে শিথিল হয়ে গেছে এবং মূলধারার সাথে মিশে গেছে। আইসিস নুসরা ফ্রন্টের প্রাক্তন সহযোদ্ধাদের সম্পর্কে বলতে লাগল তারা সহি মুসলিম থেকে খারিজ হয়ে গেছে।

সিরিয়াতে গৃহযুদ্ধের দামামা ক্রমেই রণহুংকারে পরিণত হচ্ছে। খোরাসান দল এরমধ্যেই বুঝে গেছে বাগদাদীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। এদিকে জাওয়াহিরি পেয়ে গেছে খোরাসান দলের তদন্তের সারমর্ম। সে স্পষ্ট জানিয়ে দিলো সিরিয়াতে শুধু নুসরা ফ্রন্ট থাকবে, আইসিসের কোন জায়গা হবে না এখানে। জাওয়াহিরি নুসরা ফ্রন্টের নেতাদের ডেকে তাদের হাতে সিরিয়াতে জিহাদ পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দিলো এবং বাগদাদীর উদ্দেশ্যে বললেন, বাগদাদীকে ইরাকে ফিরে যেতে হবে। ২০১৩ সালের মে মাসে আল-কায়েদার প্রচার মাধ্যমে সব জিহাদিদের জন্য প্রকাশিত হয় জাওয়াহিরির খোলা চিঠি। সেখানে জাওয়াহিরি বলেন, বাগদাদী আল কায়েদার সাথে কোন আলোচনা বা অনুমতি না নিয়েই নিজের মত করে আইসিস গঠন করেছে। খেলাফত দাবি করেছে।

এক চিঠিতেই সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় বাগদাদী আল কায়েদার কেউ না। আইসিস তার একক সিদ্ধান্তে গঠিত হয়েছে। বাগদাদী এবং জাওয়াহিরির পাল্টাপাল্টি বক্তৃতায় কিছু জিহাদির মনে হল তাদের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। আবু আহমেদের ধারণা, ৩০ শতাংশ জিহাদি নুসরা যোদ্ধা যারা আইসিসে যোগ দিয়েছিলে তারা জাওয়াহিরির নেতৃত্বে আবার আল কায়েদায় ফিরে আসে। বাগদাদী আর জাওয়াহিরির মধ্যকার চলমান সংঘর্ষে কিছু জিহাদি নিরপেক্ষ অবস্থান নেয়। আহরার আল-শাম এবং জুনদ আল-আকসা এরকম আরও জিহাদি গ্রুপগুলো ক্ষমতার কামড়াকামড়ি থেকে নিজেদেরকে বাইরে রাখে। তারা বাসার আল আসাদকে ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করার জন্য লড়াই জারী রাখে। জিহাদিরা কে কোন পক্ষে গেল তা নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নাই। আবু আহমেদের সহযোদ্ধা মজলিস সুরা আল -মুজাহিদিনের ৯০ জন ডাচ এবং বেলজিয়ান যোদ্ধাদের মধ্যে যারা আইসিসে যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে ৩৫ জন নুসরা ফ্রন্টে ফিরে আসে। বাকিরা থেকে গেল আইসিসের থাকে। আবু আহমেদ জানতে পেরেছিলেন, খোরাসান দলের সদস্য সাহাবি আইসিসের ঊর্ধ্বতন কমান্ডারদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন। তাদের মধ্যে একজনের সাথে মাসখানেক আগে তুরস্কের সীমান্তে সাহাবির সাথে দেখা হয়েছিল, যিনি আইসিস ছেড়ে নুসরা ফ্রন্টে যোগ দিয়েছিলেন।

মজলিস সুরা আল-মুজাহিদিনের আমির আবু আল-আথীর তার বিদ্রোহী গ্রুপ নিয়ে আইসিসের সাথে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল রইল। তার কাছে আবু বকর আল-বাগদাদী একজন বীরযোদ্ধা। কিন্তু তার মনে সুপ্ত ভয়, বাকি ডাচ এবং বেলজিয়ান যোদ্ধারা নুসরা ফ্রন্টে ফিরে যাবে না তো? আবু আল আথীর নির্দেশ দিয়ে দিলো কোন আইসিস যোদ্ধা নুসরা ফ্রন্টের কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারবে না। এমনকি ইন্টারনেটেও নয়। নুসরা ফ্রন্টে যোগ দেয়া কোন ডাচ বা বেলজিয়ানের সাথে যোগাযোগ পুরোপুরি বন্ধ

করতে হবে। আবু আল আথীর আলেপ্পো প্রদেশের উরুম আল সুঘরায় অবস্থিত নুসরা ফ্রন্টের আবু সুলেমান আল অস্ট্রালির অধীনস্থ সব ডাচ এবং বেলজিয়ান যোদ্ধাদের সতর্ক করে দিলো তারা যেন আইসিসের যোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ করার সাহস না করে। আথীর সব বিদেশী যোদ্ধাদের পাসপোর্ট কেড়ে নেয়ার হুমকি দিলো যাতে তারা সিরিয়া থেকে পালাতে না পারে। কিন্তু এমন হুমকিতে বিদেশী যোদ্ধাদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো, তাহলে কি আমির তাদেরকে বিশ্বাস করে না? যথারীতি আথীর শান্ত হয়ে গেল, তার গ্রুপের বিদেশী যোদ্ধারা তাদের পাসপোর্ট সাথেই রাখতে পারবে।

নুসরার পুরনো বন্ধু আজ আইসিসের শত্রু। প্রত্যেক ইউরোপিয়ান যোদ্ধা ভিন্ন দলের ইউরোপিয়ান যোদ্ধাদের দল ভাঙনের মন্ত্রণা দিতে লাগল। আবু আহমেদ দেখতে পেলেন, হঠাৎ করে আইসিসের গোপন পুলিশের তৎপরতা বেড়ে গেছে। আইসিস শিবিরে একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে কেউ যদি দল ভাঙনের চেষ্টা করে অথবা পালাতে চায় তাহলে তাদের দেখা মাত্র গুলি করে হত্যা করা হবে। আইসিসের পক্ষে যুদ্ধরত আবু আহমেদের এক বন্ধু বিভিন্ন জিহাদি গ্রুপের মধ্যে শত্রুতায় খুব হতাশ। সে আথীর এবং বাগদাদীর অনমনীয় মনোভাবের সমালোচনা করে আইসিসের শ্লোগান “নাশিদ” ব্যঙ্গ করে মুখে মুখে আবৃত্তি করে বেড়াত। যেহেতু সে কোন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করত না সেহেতু আইসিস তার বিরুদ্ধে ইসলামের নিয়ম ভঙ্গের কোন অভিযোগ আনা যেত না। তার ব্যঙ্গ কবিতা ছিল “আমাদের আমির সন্দেহের বাইরে থাকে, তার গায়ে যেন যুদ্ধের আঁচ না লাগে”। এক রাতে আবু আহমেদের সেই বন্ধু ব্যঙ্গাত্মক ছড়া আবৃত্তি করছে, এমন সময় সেখানে আইসিসের গোপন পুলিশ সেখানে এসে উপস্থিত। পুলিশ তাকে টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তুলে নেয় এবং জেলে পুরে দেয়। কয়েকদিন তাকে জেলে বন্দী করে রাখা হয়। তবে পুলিশ তার উপর কোন শারীরিক নির্যাতন করে নি। তার বদলে তাকে আইসিসের শাস্তির রকমফের নিয়ে একটা বই পড়তে দেয় এবং

অন্য বন্দীদের উপর সেই শাস্তি হাতে কলমে প্রয়োগ করতে বলা হয়। ২০১৩ সালে বাগদাদীর অভ্যুত্থান সফল হলে নুসরা ফ্রন্ট ধ্বংসের প্রায় দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। কিন্তু জিহাদি গ্রুপের মাঝে অন্তঃকলহ কারণে নুসরা ফ্রন্ট ফিরে পেতে থাকে তাদের হারানো শক্তি। তারা জিএদের শক্তি বুঝতে শুরু করে এবং সালাফি মতাদর্শের জিহাদি গ্রুপ আহরার আল শাম এবং ফ্রি সিরিয়ান আর্মি (এফএসএ)'র সাথে একতা গড়ে তোলে।

নুসরা ফন্ট, আহরার আল-শাম, এফএসএ'র মিলিত শক্তি এবং আইসিসের মধ্যে সংঘর্ষ চরমে পৌঁছে গেল। আইসিসকে হটিয়ে দিলো সিরিয়ার ইদলিব এবং আলেপ্পোর কিছু অঞ্চল থেকে। নুসরা ফন্ট আইসিসের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলো দারেত ইজ্জা। মনে আছে, পুরনো বন্ধুত্বের সময়ে একসাথে সিরিয়ান আর্মির বেইসক্যাম্প ১১১ দখলে নিয়েছিলো? দারেত ইজ্জা শহর এখন নুসরার নিয়ন্ত্রণে। আইসিস দারেত ইজ্জা থেকে পিছু-হটে তুরস্কের সীমান্তের কাছে আল-দানা শহর থেকে পুনরায় আক্রমণ শুরু করে। সেই যুদ্ধে আইসিসের হাত থেকে আল-দানা শহরও হাত ছাড়া হয়ে যায়। এরপরে আইসিস আশ্রয় নেয় আল-আতারিব শহরে। এখানেও একই দৃশ্যের পুনরায় মঞ্চায়ন। যথারীতি নুসরার হাতে আইসিসের শোচনীয় পরাজয় ঘটে।

আইসিস পুরো সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ২০১৪ সালের ৪ মার্চ আইসিস আজাজ শহরের কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ সীমানা বরাবর অবস্থান নিয়ে শক্তি সচয় করে আবার নুসরাকে আক্রমণ শুরু করে। আইসিস সমস্ত শক্তিকে ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ করে মজলিস শুরা আল-মুজাহিদিনের সদরদপ্তরের অনতিদূরে কাফর জুম এলাকায় চক্রব্যূহ রচনা করে। এই সেই সদরদপ্তর যেখানে বিভিন্ন জিহাদি গোষ্ঠী, কমান্ডারদের সাথে বাগদাদীর পাঁচ দিনব্যাপী মিটিং হয়েছিল।

সিরিয়ার পুরো উত্তরাঞ্চল এখন দুইটি জিহাদি গ্রুপের খণ্ডিত যুদ্ধ-ভূমি।

আইসিস এবং নুসরা ফ্রন্ট যাপন করছে নিজেদের জীবন একইসাথে চালিয়ে যাচ্ছে পৃথক যুদ্ধ। আইসিস সিরিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলের কিছু অংশ দখল করে প্রতিষ্ঠা করেছে খেলাফত। হত্যা করেছে এই অঞ্চলের যোদ্ধাদের অথবা তাড়িয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যে নুসরা সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করেছে। ইদলিব প্রদেশের ক্ষমতার রাজনীতিতে নুসরা এখন শক্তিশালী খেলোয়াড়। দুই সন্ত্রাসী গ্রুপের সীমানার সীমানার কোন ঠিক ঠিকানা নাই। যে যেমন পারে সে তেমন দখল করে। কে কতদিন দখল রাখতে পারে এটাই বিষয়। উত্তরের প্রদেশের সীমানায় তাদের মুখোমুখি অবস্থান। কয়েকদিন আগের মিত্র আজ মুখোমুখি। দুই শত্রু। ২০১৪ সালের ২০ জানুয়ারি সিরিয়ার দুই জায়ান্ট জিহাদি গ্রুপের আনুষ্ঠানিক ভাঙনের দিন। কাফর জুম থেকে তল্লিতল্লা গুটাতে হয় আইসিসকে। বিশাল লটবহর। ২০০ গাড়ির বিশাল কনভয়। গাড়ি, ট্রাকে অস্ত্র, গোলাবারুদ, আইসিস যোদ্ধা ও তাদের পরিবার। আর সাথে আছে কিছু বিদেশী জিম্মি। আবু আহমেদ দেখতে পেলেন, রেজিমেন্ট ১১১ থেকে নুসরা ফ্রন্ট কিভাবে কেমিক্যাল ভর্তি ১৫টা কনটেইনার দখল করে নিলো। পরাজিত আইসিসকে বহন করে বিশালাকৃতির ট্রেন স্টিলের ঘড়ঘড় শব্দ করে ইরাকের রাকা শহরের দিকে যাত্রা শুরু করল।